দৈনিক সং...    082

তারিখ ... 06 MAR 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 3 ...

# শিক্ষক ধর্মঘটের মুখে আজ এস এস সি পরীক্ষা শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সারাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ১৩ দিনব্যাপী ধর্মঘটের মুখে আজ বৃহস্পতিবার দেশের ৪টি শিক্ষাবোর্ডে চলতি শিক্ষাবর্ষের এস, এস, সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। এদিকে বেসরকারী শিক্ষকরা গ্রেফতারকৃত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও ৭ দফা দাবীতে তাদের এস, এস, সি পরীক্ষার দায়িত্বসহ সকল প্রকার কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় শিক্ষা পরিদপ্তরের কার্যালয়ে স্থাপিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল রুমে যাওয়ার পর সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তাব্যক্তি এই বার্তা পরিবেশককে জানান দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ৫৭২টি পরীক্ষা কেন্দ্রের সবকয়টিতে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র, খাতা ও প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে এবং প্রবেশপত্র বিলির কাজ শেষ হয়েছে। যারা কোন কারণে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারেনি, তাদের আগামীকাল নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

কণ্ট্রোল রুমে কাল ঘন ঘন টেলিফোন আসছিল। টেলিফোনের সংলাপ থেকে বোঝা গেছে, অনেক পরীক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্র কোনটি তা-ই জানে না। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের ব্যাপারটিতে অনেকেই শংকা বোধ করছে।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## আজ এস এস

(১ম পাতার পর)

এবার দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫৭২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৯শ' ৪ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২ লাখ ৬১ হাজার ৩শ' ৯ এবং বাকী ১ লাখ ৮ হাজার ৫শ' ৯৫ জন ছাত্রী। ঢাকা বোর্ডের ১৩৬ টি কেন্দ্র থেকে অংশ নিচ্ছে ৭৬ হাজার ৩শ'৪৭ জন ছাত্র ও ৩৫ হাজার ৪শ' ৩৬ জন ছাত্রীসহ মোট ১ লাখ ১১ হাজার ৭শ' ৮৩ জন পরীক্ষার্থী। রাজশাহী বোর্ডের ১৫৩টি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন ৬৭ হাজার ১৫ জন ছাত্র ও ২৩ হাজার ৪শ' ৬৭ জন ছাত্রীসহ মোট ৯০ হাজার ৪শ' ৮২ জন পরীক্ষার্থী। কুমিল্লা বোর্ডের ১৪২টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬১ হাজার ৭শ' ৮৯ জন ছাত্র ও ২৪ হাজার ৮শ'৭৬ জন ছাত্রীসহ মোট ৮৬ হাজার ৬শ' ৬৫। যশোর বোর্ডের ১৪১টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০ হাজার ৯শ' ৭৪। এদের মধ্যে ছাত্র ৫৬ হাজার ১শ' ৫৮ ও ছাত্রী ২৪ হাজার ৮শ' ১৬।

কণ্ট্রোল রুমসূত্রে জানা গেছে, রাজধানীসহ সারাদেশের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকায় স্থাপিত কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল রুম ছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে একটি করে ও দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে কণ্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসককে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শক নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ছাড়াও আনসার বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

রাজধানীর ৫টি প্রধান কেন্দ্র এবং ৩৬টি উপকেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর আশপাশে কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

### কর্মসূচী অব্যাহত

বাংলাদেশ শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ সারাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। সমন্বয় পরিষদের একজন নেতা এই বার্তা পরিবেশককে জানান, ধর্মঘটী শিক্ষকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবেন না কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণে কোন বাধারও সৃষ্টি করবেন না। তিনি বলেন, তবে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে অপ্রীতিকর কোন ঘটনার সৃষ্টি হলে তার দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

সমন্বয় পরিষদের একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বিকেলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নজরুল) সভাপতি জনাব আবদুল নূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে পরিষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বিনাশর্তে গ্রেফতারকৃত শিক্ষক নেতৃবৃন্দসহ সকল শিক্ষকের মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেলে থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দাবী করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, দাবী মানা না পর্যন্ত এস এসসি পরীক্ষার দায়িত্ব পালনসহ সকল প্রকার কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ সরকারের সাথে কোন আলোচনা করেনি বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা পরিদপ্তরের পৃথক পৃথক সূত্রও গতকাল এ বার্তা পরিবেশককে জানান, এখন পর্যন্ত ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে সরকারের কোন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা হয়নি।

হয়েছে।

ঘটনার পর পর ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ছাত্ররা নিরাপদে বাড়ী ঘরে পৌঁছেছে কিনা তা জানতে চেয়ে অভিভাবকদের কাছে চিঠি পাঠান। সব চিঠির উত্তর এখন পর্যন্ত আসেনি। অবশ্য প্রাপ্ত উত্তরগুলো ইতিবাচক।

শিক্ষকদের সাথে একাত্ম হয়ে ছাত্ররাও ইনস্টিটিউটটি স্থানান্তরের দাবী তুলে অবিলম্বে তা খোলার দাবী জানিয়েছে। ছাত্ররা এরা এপ্রিলের সকল ঘটনার জন্যে